# ব্রি ধান৮৭

## সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

### জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৮৭ আমন মৌসুমের একটি জাত। এর কৌলিক সারি BR(Bio)9786-BC2-132-1-3। প্রথমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত BRRI dhan29 এর সাথে বন্য ধান *Oryza rufipogon* (IRGC no. 103404) এর সংকরায়ণ করা হয়। পরবর্তীতে দুই বার Backcross করা হয় এবং এরপর Pedigree Method এ হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচন করে এই সারিটি উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচনের পর ৩ বৎসর ফলন পরীক্ষার করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত কৌলিক সারিটি আমন ২০১৬ মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষায় উক্ত কৌলিক সারিটির জীবনকাল ব্রি ধান৪৯ এর চেয়ে ৭ দিন কম এবং ফলন বেশী হওয়ায় আমন মৌসুমে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৮ সালে জাতটি ছাড়করণ করা হয়।

### জাতের বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২২ সেমি।
- গাছের কান্ড শক্ত তাই গাছ লম্বা হলেও ঢলে পড়েনা।
- পাতা হালকা সবুজ।
- ডিগ পাতা খাড়া এবং ব্রি ধান৪৯ এর চেয়ে লম্বা ও প্রশস্ত।
- পাকার সময় কান্ড ও পাতা সবুজ থাকে।
- দানা লম্বা ও চিকন।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.১ গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি লম্বা ও চিকন
- চালে অ্যামাইলোজ ২৭%।

ব্রি ধান৮৭

### এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৮৭ এর জীবনকাল ব্রি ধান৪৯ এর চেয়ে ৭ দিন আগাম। এ জাতের কান্ড শক্ত, পাতা হালকা সবুজ এবং ডিগ পাতা খাড়া, লম্বা ও চওড়া। ধানের ছড়া লম্বা ও ধান পাকার সময় ছড়া ডিগ পাতার উপরে থাকে। ধান লম্বা এবং চাল সোজা। চালের আকার আকৃতি লম্বা ও চিকন থাকায় কৃষক ধানের দাম বেশী পাবে। চাল রপ্তানীযোগ্য।

**জীবনকালঃ** এ জাতের জীবন কাল ১২৫-১২৮ দিন।

**ফলন ঃ** এ জাতের ফলন প্রতি হেক্টরে ৬.০০ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে জাতটি প্রতি হেক্টরে ৬.৫০ টন/হেক্টর পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

### চাষাবাদ পদ্ধতি

এ জাতটি রোপা আমন মৌসুমে বৃষ্টি নির্ভর চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী রোপা আমন ধানের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ১ আষাঢ় থেকে ২৩ আষাঢ় অর্থাৎ (১৫ জুন থেকে ৭ জুলাই)।

২. **চারার বয়স ও রোপণ দুরত্বঃ** ২৫-৩০ দিনের চারা ২৫ সেমি × ১৫ সেমি ব্যবধানে রোপন করতে হবে।

৩. **চারার রোপনঃ** ২৩ আষাঢ় থেকে ৩১ শ্রাবণ অর্থাৎ (৭ জুলাই থেকে ১৫ই আগষ্ট) পর্যন্ত।

৪. **চারার সংখ্যাঃ** প্রতি গোছায় ২-৩টি করে।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

| ৫.১ ইউরিয়া | ডিএপি | এমওপি | জিপসাম |
|---|---|---|---|
| ২৪ | ৮ | ১৪ | ৯ |

৫.২ জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

*** ডিএপি সার ব্যবহার করলে সববেত্রেই প্রতি কেজিতে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই হবে**

৬. **আগাছা দমন ঃ** রোপণের পর ৩৫-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৮. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৮৭ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বা আক্রান্ত বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৯. **ফসল কাটা ঃ** ১০ কার্তিক-১ অগ্রাহায়ন (২৫ অক্টেবর-১৫ নভেম্বর) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

**আরো তথ্যের জন্য ঃ**
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd